Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

29 September 2023 / 13 Rabiulawal 1445H

নবী ইউনুস (আঃ) এর গল্পঃ জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَكَارِمَ الأَخلاَقِ عُنوَانَ أَهلِ العِرْفَانِ، وَجَعَلَ حُسْنَ الخُلُقِ أَفضَلَ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الرَّؤُوفُ المَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُهُ أَرسَلَهُ اللهُ إِلَى سَائِرِ الإِنسِ وَالجَانِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ الَّذِينَ هُم لِأَهلِ الأَرضِ مَنبَعُ الرَّحمَةِ وَالأَمَانِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা যেন এই দুনিয়ায় এবং পরকালে তাঁর সফল বান্দা হিসাবে পরিগণিত হতে পারি।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আজ আমি আপনাদেরকে একটি গল্প শোনাবো যা একাধারে অনুপ্রেরণাদায়ক ও শিক্ষামূলক। এটি আমাদের নবী ইউনুস (আঃ) এর জীবনের গল্প যিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন উন্নত চরিত্রের অধিকারী যাঁকে আল্লাহর বানী প্রচারের কারণে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা পেরোতে হয়েছিল।

নবী ইউনুস (আঃ) তাঁর চলার পথে বহু বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় বানী শুরুতে মানুষের মনে দাগ কাটে নাই যা তাঁকে করে তুলেছিল হতাশা ও ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত। একটা সময়ে ব্যর্থতার বেদনায় পর্যুদস্ত নবী ইউনুস (আঃ) জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে পালিয়ে থাকার জন্য সব কিছু পিছনে ফেলে জাহাজে চেপে কোথাও চলে যাওয়ার মত কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

জাহাজ যখন সাগরে ভাসতে শুরু করল, তার অল্পক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ তাঁরা একটি ঝড়ের মুখে পড়লেন। সমুদ্রে তীব্র ঢেউ উঠল এবং জাহাজটি ডুবে যাবে এমন একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ল। নাবিকদল এই বিপদ দেখে জাহাজে তাঁদের সমুদয় মালামাল সমুদ্রে ছোড়া শুরু করল যাতে জাহাজটির ওজন হাল্কা অনুভূত হয়, জাহাজটি না ডোবে এবং তারা প্রাণে বেঁচে যায়।

এমনকি এই ছুঁড়ে দেয়া জিনিসগুলির সংগে নবী ইউনুস (আঃ) কেও সমুদ্রে ছোড়া হয়েছিল। এবং সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় তাঁকে এক তিমি মাছ গিলে খেয়ে ফেলল।

এই মাছের পেটের মধ্যে গিয়েও কিন্তু নবী ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিচল রেখেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা অব্যাহত রেখেছিলেন, নিজের পাপের কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে মাফ এবং ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর এই অবিচল আস্থা তাঁকে এই তিমির পেট থেকে নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেছিল।

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

সুরা আস সাফফাতের ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে,

অর্থঃ যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ না পাঠ করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

নবী ইউনুস (আঃ) কখনও মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর বিশ্বাস হারান নি। তিনি সর্বদা তাঁর মহিমা গেয়ে গেছেন এবং নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে গেছেন। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মূল উপায় এইটাই। আর এই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছিল সর্বশক্তিমানের কথা বারংবার স্মরণ করার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ যিকির করে এবং সর্ব অবস্থায় তাঁর কথা মনে করে এমনকি ঘোরতর কঠিন সময়ের মুখোমুখি অবস্থাতেও তাঁর কথা মনে করে।

নবী ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে যেভাবে মহিমান্বিত করেছেন তার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে ইমাম ইবন জাবির বলেন যে নবী ইউনুসের এই কাজের জন্যই কোরআনের নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাজেল হয়;

لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

.

***অর্থঃ** "আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমি পাপী"।*

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আসুন, নবী ইউনুস (আঃ) এর এই গল্প থেকে আমরা মূল্যবান শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে তা আমাদের দৈনিন্দন জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হল, আমাদের সর্বদা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণ করা; এমনকি আমাদের জীবনের কঠিন সময়ের মধ্যেও। যখনই আমরা কোন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই তখন মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি সহজেই আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। কিন্তু আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বদা আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।

তারপর, আসুন যখন আমরা কোন পরীক্ষা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই তখন যেন আমরা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার অভ্যাস তৈরী করতে পারি। আসুন আমরা চেষ্টা করি , সবরকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সময়গুলিতে আমরা যেন এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যেও একপ্রকার সৌন্দর্য ও কল্যাণ দেখতে পারি কেননা প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে নতুন কিছু শিখবার ও বেড়ে উঠবার সুযোগ করে দেয় । অতএব, আমরা যেন চ্যালেঞ্জগুলিকে আলিঙ্গন করে নিই এবং সেগুলির সুষ্ঠু মোকাবেলার মধ্য দিয়ে আরো ভাল মুসলমান ও ভাল মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

আমাদের নবী করিম হযরত মুহম্মদ (সঃ) যিনি মানুষের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলিকে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে আসা একটি বেহেশতী সৌভাগ্য হিসাবে মনে করেন, তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি আমরা আলোকপাত করতে পারি। একটি হাদীসে নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন,

عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ

অর্থঃ " ***অসাধারণ হল আমাদের বিশ্বাসীদের আচরণ কারণ তাঁদের সব আচরণই অসম্ভব সুন্দর। এবং এই ধরণের আচরণ বিশ্বাসী ছাড়া আর কা্রো থাকে না। যদি ভাল কিছু ঘটে তাঁর জীবনে তবে তিনি থাকেন কৃতজ্ঞ এবং এইটা তাঁর জন্য উত্তম। আবার যদি কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে তাঁর জীবনে তবে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং সেটাও তাঁর জন্য উত্তম"।*** (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

দ্বিতীয়তঃ আমাদের কখনও হতাশ বা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বিশ্বাস হারানো উচিত না। নবী ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি অবিশ্বাসী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি হতাশ হননি। বরং, তিনি তাঁর কর্মের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার জন্য অনুশোচনাও করেছিলেন।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর একটানা নিরিবচ্ছিন্ন ইবাদত ও দোয়া পাঠ সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ও মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সীমাহীন ক্ষমা সম্বন্ধে তাঁর প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি একমনে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণ করে গেছেন এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করে গেছেন এবং সবশেষে তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন। আমাদের সর্বদা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভরসা করতে হবে যেন আমাদের বিপদের সময় তিনি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মানুষ হিসাবে আমাদের জীবনে কঠিন সময় এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়াটা অবধারিত। দুঃখ, হতাশা এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণা আমাদের কারো কাছে অপরিচিত কিছু না। কাছের প্রিয় মানুষকে হারানো, অর্থনৈতিক সংগ্রাম,

কাজের সন্ধানে ঘোরা ,এমনকি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আমাদেরকে অসহায় ও নিরাপত্তাহীণতায় ফেলে দেয়।

তবে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আমাদের মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বিশ্বাস থেকে দৃষ্টি সরানো ঠিক না। কেননা, তিনিই আমাদের জীবনের সেই আলো যা ছায়ার ভেতরে আমাদের পথ দেখায়, তিনিই আমাদের সেই আশার বাতিঘর যা আমাদের পথকে আলোকিত করে রাখে। আমাদের হোঁচট খেয়ে পরলে বা আশা বিহীন হলে চলবে না। বরং আমরা যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই সেগুলির মধ্যেই আমাদের খুঁজে পেতে হবে সৌন্দর্য এবং কল্যাণ।

নবী ইউনুস (আঃ) এর গল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে যিনি মাছের পেটের ভেতর চলে যাওয়ার পরেও মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা ও নির্দেশনার প্রতি তাঁর বিশ্বাস হারান নি। আর যে কোন প্রতিবন্ধকতা আমাদের জীবনে আসুক না কেন আমাদের যেন এমন অবিচল দৃঢ়তা ও ধৈর্য অটুট থাকে। কারণ এই সব পরীক্ষা এবং যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্য দিয়ে আমরা আরো শক্ত, সহনশীল হয়ে উঠি এবং আমাদের বিশ্বাস হয়ে ওঠে আরো মজবুত।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি তাঁর নির্দেশনা ও ক্ষমার প্রতি আমাদের অবিচল আস্থার সংগে মোকাবেলা করার জন্য আরো শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُركُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.